

💵 হাদীস সম্ভার

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪৩৬

২৭/ আদব

পরিচ্ছেদঃ (বিবাদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও সন্ধি) করার গুরুত্ব

আরবী

وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بِنِ سَعدِ السَّاعِدِيّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمرِو بِنِ عَوْفَ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرَّ فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصلِحُ بَينَهُمْ فِي أُنَاسِ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ الله عَنْهَمَا فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ انَّ الله عَنْهما فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ انَّ لِلهَ عَلَى الله عَنْهما فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرِ انَّ سُرُّلَ الله عَنْهما فَقَالَ : يَعَمْ إِنْ شَبِّتَ رَسُولَ الله عَلَى قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَبِئتَ فَقَامَ بِلالٌ الصَّلاةَ وتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ رَسُولِ الله عَلَى يَمشي في الصَّفُوفِ حَتَى قَامَ في الصَّفِ فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصنفيقِ وَكَانَ أَبُو بِكرٍ لاَ يَلْتَفِتُ في الصَّفُ فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصنفيقِ وَكَانَ أَبُو بِكرٍ لاَ يَلْهُ رَسُولُ الله عَلَى النَّاسُ في التَّصنفيقِ الْتَقَدَّ وَلَا رَسُولَ الله عَلَى النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ رَسُولَ الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ رَسُولَ الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَهُ شَيْءٌ في الصَّلاةِ أَخَذُتُم في التَّصفيقِ إِنَّمَا التَّصفيقِ للنِساء مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في الصَّلاةِ أَخَذْتُم في التَّصفيقِ إِنَّمَا التَّصفيقِ للنِساء مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في الصَلاةِ أَخَذْتُم في التَّصفيقِ إِنَّمَا التَّصفيقِ للنِساء مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في الصَلاةِ إِنَّ اللهَ فَإِنَّهُ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ الله وَيَلْ مُتَقَلِّ مُتَلِي بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ الله وَيَلْ مُتَقِقَ عَلَيهِ مَلَى الله فَيَالِ مُنْ يُسْ مَلْكُو مُنْ الله فَيْكُ مُ لَي يُسْمَعُهُ أَحَد حِينَ يَقُولُ : سَبْحَانَ الله إلا النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ الله وَيَلِي مُتَقِقً عَلَيهِ مَلَى النَّاسُ بَيْنَ يَنْ مَنْ مَلُولُ الله فَيَالِ مُنْ يُعْفِى النَّاسُ بَيْنَ يَنْ مَنْ الله فَيَالُ أَلُو بَكُونَ مَا كَانَ يَلْبَعْي لابْنِ

বাংলা

(৩৪৩৬) আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনে আউফ গোত্রের কিছু লোকের মাঝে কিছু ঝগড়া-বিবাদ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে কিছু লোককে নিয়ে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেলেন। অপর দিকে নামাযের সময় হয়ে গেল। সুতরাং বিলাল (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ) এর নিকট এসে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেছেন। এদিকে নামাযেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি নামাযের লোকেদের ইমামতি করবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যদি



চাও।'

অতঃপর বিলাল (রাঃ) নামাযের ইকামত দিলেন এবং আবূ বকর (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে (তাহরীমার) তকবীর বললেন এবং লোকেরাও তকবীর বলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম ক'রে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল। আবূ বকর (রাঃ) নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকালেন না, কিন্তু লোকেদের অধিক মাত্রায় হাততালির কারণে তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হাতের ইশারায় (নিজের জায়গায় থাকতে) নির্দেশ দিলেন। আবৃ বকর (রাঃ) তাঁর হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পিছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে গিয়ে লোকদের ইমামতি করলেন এবং নামায শেষ ক'রে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "হে লোক সকল! কি ব্যাপার যে, নামায অবস্থায় কিছু ঘটতে দেখে তোমরা হাততালি দিতে শুরু করলে?

(জেনে রেখো, নামাযে) হাততালি দেওয়া তো মহিলাদের কর্তব্য। নামায অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ, এটা শুনলে কেউ তার দিকে ভ্রাক্ষেপ না ক'রে পারবে না। হে আবূ বকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন ইমামতি করতে তোমার কিসের বাধা ছিল?'' তিনি বললেন, 'আবূ কুহাফার ছেলের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে লোকেদের ইমামতি করবে।'

ফুটনোট

(বুখারী ১২১৮, মুসলিম ৯৭৬)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী 🛘 বর্ণনাকারীঃ সাহল বিন সা'দ (রাঃ)

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন